আজকাল
কর্মখালি/ ব্যবসা/বাণিজ্য/ হারানো/প্রাপ্তি ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

ঠাকুরবাড়ির আমরণ অনশন কর্মসূচিতে সাংসদ মমতা ঠাকুর। ছবি: প্রতিবেদক

মতুয়াদের অনশনে যোগ দিলেন সাংসদ মমতা ঠাকুর

নিরুপম সাহা

ঠাকুরনগর, ১২ নভেম্বর

এসআইআর–এর বিরোধিতা করে এবং মতুয়াদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেওয়ার দাবিতে আমরণ অনশন শুরু হয়েছে গাইঘাটার ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে। এই কর্মসূচিতে বুধবার যোগ দিলেন তৃণমূল সাংসদ তথা সারা ভারত মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি মমতা ঠাকুর।

মতুয়াদের নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দেওয়ার দাবি বহুদিন ধরে জানিয়ে আসছে মমতা ঠাকুরের সারা ভারত মতুয়া মহাসঙ্ঘ। এসআইআর চালু হওয়ার পর সেই দাবি আরও জোরালো হয়েছে। মহাসঙ্ঘের দাবি, এসআইআর এর নাম করে ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মতুয়াদের ভোটাধিকার

প্রয়াত বড়মা বীণাপাণি ঠাকুর ও প্রয়াত স্বামী কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরের সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনশন কর্মসূচিতে অংশ নেন মমতা ঠাকুর। তাঁর সঙ্গে আরও দু'জন মতুয়া কর্মকর্তা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। এ ব্যাপারে মমতা ঠাকুর বলেন, 'ভারতের নাগরিকত্ব কয়েক কোটি উদ্বাস্তু মানুষের সমস্যা। তাদের স্বার্থেই এই অনশন কর্মসূচি। আমাদের দাবি, কেন্দ্র সরকার নাগরিকত্বের সরলীকরণ করে তাদেরকে এদেশে স্থায়ী নাগরিক হিসেবে বসবাস করার সুযোগ করে দিক।' তিনি আরও বলেন, 'বিজেপি যদি মনে করে মমতা ঠাকুরের জীবনের বিনিময়ে মতুয়াদের ভাগ্য বদল হবে, তাহলে আমি মনে করব এই মরণ আমার জন্য সার্থক মরণ।' এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এসসি, এসটিদের বিষয়ে জরুরি বৈঠক ছিল। পাশাপাশি ১৯ নভেম্বর দিল্লিতে স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক

এসআইআর-এর বিরোধিতায়

বাতিলের চক্রান্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। আর তারই প্রতিবাদ জানিয়ে এবং ২০২৪ সাল পর্যন্ত ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মতুয়া–সহ দেশভাগের বলি হয়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের ভোটাধিকার–সহ নিঃশর্তে নাগরিকত্ব দেওয়ার দাবিতে এবার আমরণ অনশন শুরু হয়েছে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়ি প্রাঙ্গণে।

সারা ভারত মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি মমতা ঠাকুরের উদ্যোগে ৫ নভেম্বর থেকে এই অনশন কর্মসূচি শুরু হয়েছে। বিশেষ কারণে শুরুর দিন থেকে মমতা ঠাকুর এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে না পারলেও তার সঙ্ঘের গোঁসাই, পাগল, সাধু মিলিয়ে একুশ জন এই অনশন কর্মসূচিতে অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এদিন রাজনৈতিক সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করে অনশন কর্মসূচিতে যোগ দেন মমতা ঠাকুর। দুপুরে হরিচাঁদ–গুরুচাঁদ ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে এবং

ছিল মমতা ঠাকুরের। অনশন কর্মসূচির কারণে এগুলি সহ আজ থেকে আপাতত সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বাতিল করেছেন তিনি। যতদিন না কেন্দ্র সরকার মতুয়াদের এই দাবি মেনে নিচ্ছে, ততদিন এই আন্দোলন চলবে বলে এদিন জানান তিনি। এদিকে গত আট দিন ধরে অনশন কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মঞ্চেই তাদের মধ্যে ৬ জনের স্যালাইন চলতে দেখা গেল। সেই অবস্থাতেও তারা অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনড়। এই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া এক মতুয়া ভক্ত জানালেন, তাদের মা মমতা ঠাকুর আজ থেকে এই অনশন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ায় তারা মানসিকভাবে জোর পেলেন। মমতা ঠাকুর বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি প্রতিনিয়ত তাদের এই কর্মসূচির বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন।'

এসআইআরের নামে মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে: পঞ্চায়েতমন্ত্রী

গৌতম চক্রবর্তী

এসআইআরের মধ্যে বেশ কিছু কারচুপির ধারা রয়েছে। যা অনেক মানুষই জানেন না। এসআইআর করে অযথা মানুষকে হেনস্থাও করা হচ্ছে। ফলে অনেক মানুষ আতঙ্কিত হয়ে মারা যাচ্ছেন। বুধবার সোনারপুরের জয়হিন্দ অডিটোরিয়ামে দপ্তরের উন্নয়ন সংক্রান্ত পর্যালোচনাসভার শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা বললেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। তিনি বলেন, 'তাঁর বিধানসভা এলাকায়

জয়হিন্দ অডিটোরিয়ামে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, বেচারাম মান্না, শিউলি সাহা এবং সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। সোনারপুর। ছবি: প্রতিবেদক

৯টা বুথে ২৯১ জনের ২০০২ সালের ভোটার লিস্টের হার্ড কপিতে নাম থাকলেও পোর্টালে নাম নেই। তার মানে ওই ২৯১ জনের কমপক্ষে ১৫০ পরিবারকে ১৯৮৭ সালের আগের তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করতে হবে। কেন তাঁরা তা করবেন? কার ভুলে তাঁদের এই হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। আর কেউ যদি এসব করতে গিয়ে আতঙ্কিত হয়ে আত্মহত্যা করেন, তার দায় না নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে। আমরা চাই এসআইআর হোক, কিন্তু কোনও বৈধ ভোটার যেন বাদ না পড়ে। অন্যান্য রাজ্যে যেখানে দীর্ঘ সময় নিয়ে এসআইআর করা হল, সেখানে এখানে মাত্র ২ মাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ করার কথা বলা হল কেন।'

এদিন রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আয়োজনে জেলা উন্নয়ন তথা প্রশাসনিক পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান ব্যানার্জি, মন্ত্রী বেচারাম মান্না, শিউলি সাহা, দিলীপ মণ্ডল, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বাপি হালদার, জেলা সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি, পঞ্চায়েত দপ্তরের সচিব পি উলগানাথন, জেলাশাসক আরভিন্দ মিনা ও পঞ্চায়েত দপ্তরের সকল আধিকারিক। মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'জেলা জুড়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ হয়। কিন্তু গত ২০২২ সালের পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পিত চক্রান্ত করে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজের টাকা থেকে রাজ্যকে বঞ্চিত করছে। তবুও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের কোষাগার থেকে টাকা দিয়ে গরিব মানুষের জন্য সেইসব প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছেন। একশো দিনের প্রকল্পের বকেয়া টাকা মুখ্যমন্ত্রী গরিব মানুষকে মিটিয়েছেন। 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পেও কয়েক লক্ষ মানুষের প্রথম কিস্তির টাকা তিনি ডিসেম্বর মাসের মধ্যে দেবেন বলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বার বার গরিব মানুষের মনে আশা জাগিয়েও তাঁদের নিরাশ করছে।' এদিন 'বাংলার বাড়ি', 'পথশ্রী' প্রকল্প, 'নির্মল বাংলা', স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রকল্পের অগ্রগতি এবং অসুবিধার কথা নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'এই জেলায় বহু পর্যটকের আনাগোনা আছে। পর্যটকরা অনেক জায়গাতে গিয়েই প্লাস্টিকের ব্যবহার করেন। যা মানুষের খুব ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই সেইদিকে কড়া নজর রেখেছি। এছাড়াও শহর অঞ্চলের লাগোয়া পঞ্চায়েতকেও বলা হয়েছে এই বিষয়ে নজর রাখতে।'

ফাজিলের কৃতীরা কেউ হতে চায় শিক্ষক, কেউ আমলা

আজকালের প্রতিবেদন

ফাজিল পরীক্ষায় তৃতীয় সেমেস্টারে রাজ্যে প্রথম হয়েছে মুর্শিদাবাদের কামরান। যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়েছে মুর্শিদাবাদেরই মুরসেলিম। কামরান ২৪০ এর মধ্যেই পেয়েছে ২২৪ নম্বর। ৯৩.৩৩ শতাংশ। কামরান মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার হোসেননগর দারুল উলেম সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র। বাড়িও হোসেননগর গ্রামে। বাবা যেমন শিক্ষক, তেমনি কামরানও ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে চান। যুগ্ম দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এবং যুগ্ম তৃতীয় স্থানে একজন করে রয়েছে হুগলির ছাত্র। মির্জা মহম্মদ আলাউদ্দিন অর্জন করেছে দ্বিতীয় স্থান। বাড়ি হুগলির আরামবাগ শীতলপুর মিরমহল্লা এলাকায়। পিরনগর নববিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র মির্জা। বাবা দিনমজুর এবং মা গৃহবধূ। ভবিষ্যতে শিক্ষক হতে চায় মির্জা। অন্যজন ফুরফুরা ফাতেহিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র শেখ সাহিম আলি যুগ্ম তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের পাশকুড়ায়। বাবা টোটো চালক এবং মা গৃহবধূ। ভবিষ্যতে অধ্যাপক হতে চায় সাহিম। যুগ্মভাবে আরেক দ্বিতীয় হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির রাইহান পিয়াদা। আলিম পরীক্ষাতেও রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানে ছিল রাইহান। ভবিষ্যতে আমলা হতে চায় সে।

বুধবার মাদ্রাসা বোর্ডের ফাজিল পরীক্ষার তৃতীয় সেমেস্টারের ফলাফল প্রকাশ করা হয়। তাতেই প্রথম হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে প্রথম স্থান দখল করে কামরান। পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ে ৪০ নম্বরের পরীক্ষা হয়। কামরান পেয়েছে বাংলায়–৩৪, ইংরেজিতে–৩৯, আরবিতে–৩৯, থিয়োলজি অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বে–৩৯, ইসলামিক ইতিহাসে ৩৭ আর ইসলামিক স্টাডিজে ৩৭, কামরান বলে, 'মাদ্রাসার স্কুলে বরাবরই প্রথম হতাম। কিন্তু তা বলে তৃতীয় সেমেস্টারে প্রথম হব ভাবতেই পারিনি।' সে বলে, 'আমি যেমন আমার মাদ্রাসার প্রধানশিক্ষক–সহ সব শিক্ষকদের সাহায্য, ভালবাসা পেয়েছি, আমিও শিক্ষক হয়ে সে কাজ করতে চাই।' বাবা মহম্মদ আবুল কাশেম মাদ্রাসা শিক্ষক। মা মেরিনা বিবি গৃহবধূ। রাইহান পিয়াদার বাড়ি কুলতলির অম্বিকা নগরে। তার বাবা মহম্মদ নূর হোসেন পিয়াদা পেশায় শিক্ষক। রাইহান পড়ত বাসন্তী ব্লকের খেড়িয়া সিদ্দিকী সিনিয়র মাদ্রাসায়। এই মাদ্রাসা তার বাড়ি থেকে প্রায় ৩১ কিলোমিটার দূরে। ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় রাইহান। তারপর ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়ে ভবিষ্যতে আইএএস হতে চায় মেধাবী এই ছাত্র।

তথ্যসূত্র: প্রদীপ দে, মিল্টন সেন ও গৌতম চক্রবর্তী
ছবি: চয়ন মজুমদার, পার্থ রাহা

কামরান (প্রথম)

মির্জা মহম্মদ আলাউদ্দিন (দ্বিতীয়)

রাইহান পিয়াদা (দ্বিতীয়)

শেখ সাহিম আলি (তৃতীয়)

এই প্রথম মহিলা পুরপ্রধান পেল কালনা

আজকালের প্রতিবেদন

পুরসভার ১৬২ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম মহিলা পুরপ্রধান পেল কালনা। বুধবার কালনা পুরসভার উপপুরপ্রধান তপন পোড়েলের সভাপতিত্বে আয়োজিত বোর্ড মিটিংয়ে পুরপ্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন রিনা ব্যানার্জি। আবার রাজপুর–সোনারপুর পুরসভায় উপপুরপ্রধান হয়েছেন পাপিয়া মুখার্জি। ওই পদে তাঁকে মনোনীত করা হয়।

পুরপ্রধান রিনা ব্যানার্জি। উপপুরপ্রধান পাপিয়া মুখার্জি।

কালনা পুরসভার দায়িত্ব নিয়ে রিনাদেবী বলেন, 'দল আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। সমস্ত কাউন্সিলরদের সাহায্য নিয়ে পুর এলাকায় উন্নয়ন ও পরিষেবার কাজে গতি আনব। পুরবাসীর জন্য অনেক কিছু উপহার দেব।' বিদায়ী পুরপ্রধান আনন্দ দত্ত 'উন্নয়ন ও পরিষেবার কাজ অনেকটাই করেছেন' বলে জানান রিনাদেবী।

গৃহশিক্ষক হিসেবে জনপ্রিয় রিনা ব্যানার্জি। দাঁইহাটের নতুন পুরপ্রধান সমর সাহার শপথের দিন ঠিক হয়েছে শুক্রবার। দাঁইহাটের বিদায়ী পুরপ্রধান প্রদীপ রায় তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য দলের কাছ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। দল তা মঞ্জুর করেছে।

অন্যদিকে রাজপুর–সোনারপুর পুরসভায় উপপুরপ্রধানের দায়িত্ব নিয়ে পাপিয়া মুখার্জি বলেন, 'পুর নাগরিকদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব। ইতিমধ্যেই যে সমস্ত সমস্যাগুলি রয়েছে, সেগুলো পুরসভাতে আলোচনা করে যাতে দ্রুত সমাধান করা যায়, তার চেষ্টা করব।'

তথ্যসূত্র: চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও গৌতম চক্রবর্তী

মেয়েদের মধ্যে প্রথম
আফরিন পড়ুক চাননি আত্মীয়রা

আজকালের প্রতিবেদন

বনগাঁ, ১২ নভেম্বর

একদিকে দারিদ্র, অন্যদিকে পারিপার্শ্বিক বাধা— এসব অতিক্রম করেই ফাজিল পরীক্ষার তৃতীয় সেমেস্টারে রাজ্যে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান এবং সামগ্রিক ভাবে দশম স্থান অধিকার করল উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগরের আফরিন মণ্ডল। বাবা নাসিরউদ্দিন মণ্ডল একজন প্রান্তিক কৃষক। মা রাশবা খাতুন মণ্ডল গৃহবধূ। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী আফরিন। সে যে এলাকা থেকে পড়াশোনা চালিয়ে আসছে, তা একেবারেই বিপরীত অবস্থানে রয়েছে। গ্রামের অনেকেই, বিশেষ করে আত্মীয় পরিজনদের অনেকেই চান না যে আফরিন পড়াশোনা চালিয়ে যাক। আলিম পরীক্ষাতেও রাজ্যের মধ্যে নজরকাড়া ফলাফল করেছিল আফরিন। তখন থেকেই তাঁর ইচ্ছে ছিল চিকিৎসক হওয়ার। স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ হয়ে গ্রামের মানুষদের পাশে দাঁড়ানোই তাঁর লক্ষ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যেই আলিম পরীক্ষার পরে সে নহাটা সারদা সুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু মায়ের অসুস্থতা এবং আর্থিক অনটনের কারণে মাঝপথেই পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হয়। এক বছর পর ওই স্কুলের পড়াশোনার পাঠ ছেড়ে বনগাঁ সিনিয়র মাদ্রাসায় কলা বিভাগে ভর্তি হয় আফরিন। আর সেখান থেকেই এবার ফাজিল পরীক্ষার তৃতীয় সেমেস্টারে নজরকাড়া ফল করেছে আফরিন। কোনওরকম গৃহশিক্ষক ছাড়াই ৭টি বিষয় নিজেই পড়াশোনা করে এমন চমকপ্রদক ফল করেছে সে। ছবি আঁকা এবং ক্রাফটের কাজে আগ্রহ থাকলেও আগামী দিনে ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে সরকারি চাকরি করতে চায় আফরিন। সে জানায়, বরাবরই তাঁর দাদু আরমান আলি মণ্ডল তাঁকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে এসেছেন। *ছবি: নিরুপম সাহা*

আফরিন মণ্ডল

কান্দিতে সিলিন্ডার ফেটে মৃত, আহত ৫

প্রদীপ দে

বহরমপুর, ১২ নভেম্বর

রান্নার সময় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে বিস্ফোরণ। ঘটনাটি ঘটেছে কান্দির রামেশ্বরপুর গ্রামে। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক শিশুর। আহত হন বাড়ির আরও পাঁচ জন। মৃত শিশুর নাম আমিনা পারভিন (৩)। বহরমপুরের মেডিক্যাল কলেজে মারা যায় সে। আহত পাঁচ জন হলেন আনিসুর শেখ, আল্লাদি বিবি, রাজিয়া বিবি, রুলি বিবি ও নুরজাহান খাতুন। এদের চিকিৎসা চলছে।

বুধবার ডালিম শেখের বাড়িতে দুপুরে রান্না করছিলেন রাজিয়া বিবি। আচমকা বিকট শব্দে বাড়ি কেঁপে ওঠে। গ্যাসের সিলিন্ডার তীব্র শব্দে ফেটে যায়। আর তা থেকেই প্রথমে আগুন লাগে রান্নাঘরে। দ্রুতগতিতে আগুন গোটা বাড়িতেই ছড়িয়ে পড়ে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে বাড়ি। গ্রামের লোকজন জল দিলেও আগুন নেভে না। আর বাড়ির ভেতরে একে অপরকে বাঁচাতে গিয়ে আগুনে পুড়ে যান এক শিশু–সহ ৬ জন। দমকলকর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন–১৫(১)(এ)/১৬(৩) দ্রষ্টব্য]
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল
কলকাতা (ডিআরটি–২)
ফ্লোর নং ৭, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২–সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা–৭০০০৭১

কেস নং: ওএ/১৯২/২০১৬
[ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩–এর রুল ৫ সাব–রুল (২এ)–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে সমন]
ইএক্সএইচ. নং: ১৩৫৫
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
বনাম
মেসার্স জে এস অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস এবং অন্যান্য

প্রতি:
(১) মেসার্স জে এস অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস এবং অন্যান্য, গ্রাম দুবরাজ দিঘি, নতুন পল্লী, জেলা বর্ধমান, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১০১
(২) তাজউদ্দিন সরিফ, গ্রাম দুবরাজ দিঘি, নতুন পল্লী, জেলা বর্ধমান, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১০১
(৩) শ্রীমতী মালতি গুহ, গ্রাম বাদশাই রোড, কদমতলা, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১০১
(৪) আলম খাতুন, গ্রাম দুবরাজ দিঘি, নতুন পল্লী, জেলা বর্ধমান, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩১০১

সমন

যেহেতু ১৩.০৬.২০২৪ তারিখে মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রার সমীপে ওএ/১৯২/২০১৬ তালিকাভুক্ত হয়েছে।

যেহেতু এই মহামান্য ট্রাইবুনাল ₹৫১,৮৮,৩৬১.০০/– বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে উক্ত অ্যাক্টের ১৯(৪) ধারাধীনে দায়ের করা আবেদনের (ওএ) প্রেক্ষিতে সমন/ নোটিস জারি করছে (নথিপত্রের কপি–সহ আবেদনটি এই নোটিস সংলগ্ন)।

উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী বিবাদী পক্ষ রূপে আপনার প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি করা হচ্ছে:
(১) এই সমন পরিষেবিত হওয়ার/ প্রকাশের তারিখ থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির আর্জি কেন মঞ্জুর করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে;
(২) প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে আবেদনকারী দ্বারা নির্ধারিত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহ বাদে অন্য সমস্ত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদের বিবরণ ঘোষণা করতে হবে;
(৩) শুনানি হতে চলা এবং সম্পত্তিসমূহ ক্রোকের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীনে ঘোষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা এই ধরনের পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন বা এগুলি বিক্রি করে দেওয়া থেকে আপনাকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে;
(৪) এই ট্রাইবুনালের আগাম অনুমোদন ছাড়া প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ অধীন ঘোষণা অনুযায়ী যে পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ তৈরি করা হয়েছিল এবং/বা নির্ধারিত/ঘোষিত সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা সম্পত্তিসমূহ আপনি বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে (স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি বাদে) হস্তান্তর করতে পারবেন না;
(৫) স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদসমূহ বা অন্যান্য পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করে প্রাপ্ত বিক্রয়মূল্যের হিসাব দিতে এবং এই সকল পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ ধারক এই ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে রক্ষণাবেক্ষণকৃত নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে এই বিক্রয়মূল্য জমা দিতে আপনি দায়বদ্ধ থাকবেন।

এর পাশাপাশি আপনাকে আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে আপনার লিখিত বিবৃতি সমেত (যার একটি প্রতিলিপি আবেদনকারীর কাছেও জমা দিতে হবে) রেজিস্ট্রারের সামনে ২৮.১১.২০২৫ তারিখে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে আপনি হাজির থাকবেন যার অন্যথা হলে আপনার অনুপস্থিতিতেই এই আবেদনের শুনানি এবং রায়দান করা হবে।

আজ ১৪.০৬.২০২৪ তারিখে এই ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।

সমন জারির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের স্বাক্ষর
স্বা/–
রেজিস্ট্রার
কলকাতা ডিআরটি–২

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন ১৩(১)(এ) দ্রষ্টব্য]
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, কলকাতা (ডিআরটি–২)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা–৭০০০৭১

কেস নং ওএ/২৪৭/২০২৪
দ্য ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩–এর রুল ৫–এর সাব–রুল (২এ) সহ পঠনীয় রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩–এর ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে সমন
এক্সহ নং ২৮০৬
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মিস প্রিয়াঙ্কা পাল চৌধুরী

প্রতি,
মিস প্রিয়াঙ্কা পাল চৌধুরী, স্বামী অভ্র পাল চৌধুরী, ৭/১/১, এস সি চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোন্নগর, উত্তরপাড়া হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২২৩৫।
ও: ফ্ল্যাট নং এ–৩, ৪ তলা, বিদ্যাসাগর রোড, পোঃ নবগ্রাম, থানা উত্তরপাড়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২২৪৬

সমন

যেহেতু মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রার সমীপে ওএ/২৭৪/২০২৪ তালিকাভুক্ত হয়েছে ০৭.০৮.২০২৫–এ।

যেহেতু এই মহামান্য ট্রাইবুনাল ₹২৩৬৪৩৫৬/– বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আপনার বিরুদ্ধে উক্ত অ্যাক্টের ১৯(৪) ধারাধীনে দায়ের করা আবেদন (ও এ)–এর পরিপ্রেক্ষিতে সমন/ নোটিস জারি করছে (নথিপত্রের কপি সহ আবেদনটি এই নোটিস সংলগ্ন)।

উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী বিবাদী পক্ষগণের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি করা হচ্ছে:
১) এই সমনের পরিষেবা জারির তিরিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির আর্জি কেন মঞ্জুর করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে;
২) প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ–এর অধীনে আবেদনকারী দ্বারা নির্ধারিত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহ বাদে অন্য সমস্ত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহের বিবরণ ঘোষণা করতে হবে;
৩) শুনানি হতে চলা এবং সম্পত্তিসমূহ ক্রোকের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ–এর অধীনে ঘোষিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদসমূহ বা এই ধরনের পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন বা এগুলি বিক্রি করে দেওয়া থেকে আপনাকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে;
৪) এই ট্রাইবুনালের আগাম অনুমোদন ছাড়া প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ–এর অধীন ঘোষণা অনুযায়ী যে পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ তৈরি করা হয়েছিল এবং/বা নির্ধারিত/ঘোষিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদসমূহ বা সম্পত্তিসমূহ আপনি বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে (স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি বাদে) হস্তান্তর করতে পারবেন না;
৫) স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে এই জামিনযুক্ত পরিসম্পদসমূহ বা অন্যান্য পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করে প্রাপ্ত বিক্রয়মূল্যের হিসাব দিতে এবং এই সকল পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ ধারক এই ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে রক্ষণাবেক্ষণকৃত নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে এই বিক্রয়মূল্য জমা দিতে আপনি দায়বদ্ধ থাকবেন।

এর পাশাপাশি আপনাকে আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে আপনি আপনার লিখিত বিবৃতি সমেত (যার একটি কপি আবেদনকারীর কাছেও জমা দিতে হবে) রেজিস্ট্রারের সামনে ০৩.১১.২০২৫ তারিখ বেলা ১০.৩০টার সময় হাজির থাকবেন যার অন্যথা হলে আপনার অনুপস্থিতিতেই এই আবেদনের শুনানি এবং রায়দান করা হবে।

পেপারবুকের জন্য ইউআরএল: https://cis.drt.gov.in/drtlive/paperbook.php?ri=2025125470813 দেখুন।

আজ ১৩.০৮.২০২৫ তারিখে নীচে ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।

স্বাঃ–
সহ. রেজিস্ট্রার,
কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল ২

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

পরিশিষ্ট–IV–A — স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ) ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৯, অন্তরীক্ষ ভবন, ২২, কস্তুরবা গান্ধী মার্গ, নতুন দিল্লি–১১০০০১। ফোন: ০১১–২৩৩৫৭১৭১, ২৩৩৫৭১৭২, ২৩৭০৫৪১৪, ওয়েবসাইট: www.pnbhousing.com | শাখা অফিস: ফ্লোর নং ৫, সাউথ ব্লক, প্রেমিসেস নং ৭, কিড স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০০১৬

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত নীচের টেবিলে কলাম নং 'A'–তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/সুরক্ষিত ঋণদাতা–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নীচের টেবিলে কলাম নং 'D'–তে বর্ণিত সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল (কলাম নং 'C'–তে উল্লেখমতো) নেওয়া ও সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তিগুলি নীচে উল্লিখিত বিশদ তথ্য অনুযায়ী 'যেখানে আছে, যেমন আছে, যা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে কলাম নং 'A' তে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ বা বন্ধকদাতাগণের (প্রয়াত হলে) আইনি উত্তরাধিকারীগণ (জ্ঞাত বা অজ্ঞাত), এগজিকিউটর(গণ), অ্যাডমিনিস্ট্রেটর(গণ), সাক্সেসর(গণ), অ্যাসাইনি(গণ) (প্রযোজ্যমতো)–এর প্রতি হাল তারিখ পর্যন্ত সংশোধনী–সহ পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯–এর সংস্থানাধীনে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হচ্ছে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক মেসার্স পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড/ সুরক্ষিত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.pnbhousing.com.

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (A)	দাবিকৃত অর্থাঙ্ক ও তারিখ (B)	দখলের প্রকৃতি (C)	বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ (D)	সংরক্ষণ মূল্য (E)	ইএমডি (F)	ডাক জমার শেষ তারিখ (G)	ডাক বাড়ানোর মূল্য (H)	পরিদর্শনের তারিখ ও সময় (I)	নিলামের তারিখ ও সময় (J)	আদালতে মামলা (K)
HOU/KOL/0919/744096	[illegible]	বাস্তবিক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	২৭.১১.২০২৫	১০,০০০/–	[illegible]	[illegible]	জানা নেই
HOU/SKOL/0720/803981 এবং HOU/KOL/0121/849817	[illegible]	বাস্তবিক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	২৭.১১.২০২৫	১০,০০০/–	[illegible]	[illegible]	জানা নেই
HOU/KOL/0719/722059	[illegible]	বাস্তবিক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	২৭.১১.২০২৫	১০,০০০/–	[illegible]	[illegible]	[illegible]
HOU/KOL/0717/407560 এবং NHL/KOL/0817/417186	[illegible]	বাস্তবিক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	২৭.১১.২০২৫	১০,০০০/–	[illegible]	[illegible]	[illegible]
HOU/KOL/0816/307791	[illegible]	বাস্তবিক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	২৭.১১.২০২৫	১০,০০০/–	[illegible]	[illegible]	জানা নেই
HOU/SKOL/0620/79 8195	[illegible]	বাস্তবিক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	২৭.১১.২০২৫	১০,০০০/–	[illegible]	[illegible]	জানা নেই
HOU/KOL/0419/683356	[illegible]	বাস্তবিক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	২৭.১১.২০২৫	১০,০০০/–	[illegible]	[illegible]	জানা নেই
HOU/SKOL/0718/558026	[illegible]	বাস্তবিক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	২৭.১১.২০২৫	১০,০০০/–	[illegible]	[illegible]	জানা নেই
HOU/KOL/1220/838845	[illegible]	বাস্তবিক	[illegible]	[illegible]	[illegible]	২৭.১১.২০২৫	১০,০০০/–	[illegible]	[illegible]	জানা নেই

[illegible]

স্থান: কলকাতা; তারিখ: ১৩.১১.২০২৫ স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক, পিএনবি হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড